ন য় শা তে ল

বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়

বিদেশে উচ্চ শিক্ষার নামে হাজার হাজার ডলার বৈদেশিক মুদ্রা চলে যাচ্ছে। সমমানের শিক্ষা এখন দেশেও সম্ভব

গত নব্বইয়ের দশকের প্রথমদিকে তৎকালীন বিএনপি সরকার দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিল মূলত দু'টি দিক মাথায় রেখে। প্রথমত ছিল ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মানুষ উচ্চশিক্ষার দিকে প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়ার কারণে। দেশে বিদ্যমান সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোর সীমিত আসন সংখ্যার প্রেক্ষাপটে অধিক ছাত্রছাত্রীকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ দিতে ব্যর্থ হওয়ার বিপরীতে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ। দ্বিতীয়ত, উচ্চশিক্ষা গ্রহণে উচ্চবিত্ত ঘরের সন্তানদের বিদেশগামিতা রোধ করে দেশের অর্থনৈতিক প্রাণ বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করা। এ দুটো দিক বিবেচনায় দেশ যে সত্যিই কিছুটা উপকৃত হয়েছে তা বলতে বোধ হয় কারও দ্বিধা নেই। উদ্যোগটি তৎকালীন সরকারের জন্য ছিল নিতান্তই সময়োপযোগী এবং কার্যকর। পরবর্তীতে দেশে নতুন নতুন আরও অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার অধিকাংশই আধুনিক এবং সময়োপযোগী ও চাকরির বাজারে ডিমান্ডেবল বিষয়। যেমন কম্পিউটার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ব্যবস্থাপনা, এমবিএ, বিবিএ ও প্রকৌশলসহ অন্যান্য বিষয় পড়াচ্ছে যা সত্যিই প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

এরকম উচ্চশিক্ষা যখন অনেকটাই উন্মুক্ত দেশের ভেতরে, তখনও দুঃখের সঙ্গে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি তা হলো, এখনও অতি উচ্চহারে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে উচ্চবিত্ত সন্তানদের বিদেশগামিতা ঐ সব বিষয় পড়ার উদ্দেশ্য যার অধিকাংশই দেশের ভেতরে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অতি সহজে পড়তে পারা সম্ভব। অবশ্য দেশের ভেতরের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে কোয়ালিটির সঙ্গে কম্প্রোমাইজ যে একটু করতে হয় তাও সত্য। তবুও যারাই উচ্চমূল্যে বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে আসছে তারাই যে খুব ভালো শিক্ষা এসব উন্নত বিশ্বে পাচ্ছে আর পরবর্তীতে সেই শিক্ষাই যে তাকে দিতে পারছে জীবন চলার সঠিক দিক-নির্দেশনা তাও বলা যায় না। ইদানীং বাংলাদেশ থেকে অধিকাংশই নিজ খরচে বিদেশে উচ্চশিক্ষার আশা নিয়ে পাড়ি জমাচ্ছে মূলত কম্পিউটার বিজ্ঞান, BBA, MBA হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়তেই। এসব বিষয় বর্তমান বাজারে সত্যিই ডিমান্ডেবল। তবে আমাদের জন্য এর কি মূল্য দিতে হয় তাও দেখতে হবে। অতি সম্প্রতি আমার এক পরিচিতজন গেছেন লন্ডনে এক বছরের MBA করতে। দেশ থেকে এই কোর্সের ফি বাবদ তাকে দিতে হয়েছে ২০ লক্ষ (প্রায় ৪০ হাজার USD) টাকা। সঙ্গে এই এক বছরে তাকে নিজ খরচে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতে হবে লন্ডন শহরে, যার ন্যূনতম খরচ আরও কমপক্ষে ৩০ হাজার USD। সুতরাং এক বছরের MBA কোর্সে আমার সেই বন্ধুটির ইতিমধ্যে খরচ হয়েছে প্রায় বাংলাদেশী টাকায় ৩৫ লাখ টাকা আর সঙ্গে সঙ্গে দেশ থেকে বেরিয়ে গেল ৭০ হাজার USD, যা কিনা বাংলার হতদরিদ্র কৃষককে দিতে পারত প্রায় শ'খানেক আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি। এ ব্যাপারে আমাদের গণতান্ত্রিক সরকারকে এখনই সজাগ হতে হবে। বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠাতে প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকেই শুধু উৎসাহিত করলে চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে এও নিশ্চিত করতে হবে, যেন দেশ থেকে তা আবার নিতান্তই হেঁয়ালির কারণে বিদেশে পাচার না হয়।

মোঃ আশরাফুজ্জামান, গবেষণারত, নয়শাতেল বিশ্ববিদ্যালয়, সুইজারল্যান্ড, email : md ashrafuzzaman@unine. ch

টো কি ও

আতশবাজি উৎসব

কথায় বলে শখের তোলা আশি টাকা অর্থাৎ শখের জন্য টাকার পরিমাপ করতে হয় না। জাপানিজদের বেলায় এর প্রয়োগ বোধ হয় শত ভাগ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারও বেশি। তেমনি একটি শখ আতশবাজি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানিজদের সামরিক পরাজয় সত্ত্বেও অর্থনৈতিক উত্থান শুরু হতে থাকে। যার চূড়ান্ত রূপ নেয় গত এক দশক আগে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে জাপানিদের রুচিরও পরিবর্তন শুরু হয়। জাপানিজরা যেমন কাজপাগল, তেমনি আনন্দ উৎসবেও পিছিয়ে নেই। যেহেতু ধর্মীয়ভাবে জাপানিজদের তেমন (উল্লেখ করার মতো) কোনো উৎসব নেই, সেহেতু বিভিন্ন উছিলায় উৎসব পালন করার হিড়িক পড়ে যায়। ক্রিসমাস এবং ভ্যালেন্টাইন ডে এর মধ্যে অন্যতম। এছাড়া রয়েছে আঞ্চলিকভাবে পালন করা বিভিন্ন উৎসব। কিছু উৎসব আছে যেখানে সরকারিভাবে কোনো সহায়তা দেয়া হয় না, বিভিন্ন কোম্পানি স্পন্সর করে থাকে তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে। তেমনই একটি উৎসবের নাম হলো আতশবাজি উৎসব। শুধু টোকিও শহরেই সামারে অর্থাৎ জুলাই-আগস্ট মাসে বিভিন্ন এলাকাকেন্দ্রিক আতশবাজি উৎসব পালন হয়ে থাকে।

টোকিওতে অনুষ্ঠিত সবচেয়ে বড় আতশবাজি উৎসবের নাম হলো সুমিদা গাওয়া হানা বি তাইকাই বা সুমিদা নদী আতশবাজি উৎসব। সাধারণত জুলাই মাসের শেষ শনিবার সন্ধ্যার পর অনুষ্ঠিত হয় এই উৎসব। তবে বিশেষ কারণে সময় বদলও হতে পারে। এদিন সকাল থেকেই লোকজন স্থান দখল করার জন্য প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। দুপুরের পর থেকেই উৎসবের আমেজ শুরু হয়ে যায়। জাপানিজ ট্রাডিশন Yakata (এক ধরনের জাপানিজ পোশাক) পরে লোকজনের সমাগম শুরু হয়। ব্যবসায়ীরা (ভ্রাম্যমাণ) বসে যায় বিভিন্ন খাবার পসরা নিয়ে। সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় বিয়ার এবং প্যাকেট খাবার। কেউ কেউ আবার নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখে। এ বছর ২৭ জুলাই সন্ধ্যা ৭:১০-এর সময় শুরু হয় এই উৎসব। প্রায় দেড় ঘন্টা স্থায়ী হয় আতশবাজি উৎসব। সর্বমোট বিশ হাজার আতশবাজি ফোটানো হয় এই বছর। টিভি চ্যানেল সরাসরি সম্প্রচার করে অগণিত দর্শকের জন্য। ৯ লাখ ৩০ হাজার দর্শক সরাসরি উপভোগ করেন এই উৎসব, যা গত বছরের সমান সংখ্যক। ১৯৭৮ সালে প্রথমবার ফোটানো হয় ১৭ হাজার ৫০০ আতশবাজি, এবারই প্রথমবারের মতো ২ হাজার ২০০ স্পেশাল সিট তৈরি করে ভিআইপি দর্শকদের কাছ থেকে অর্থ উপার্জন করে আয়োজক কমিটি। একদিকে পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে আর্তনাদ অপরদিকে কোটি কোটি ডলার খরচ করে আতশবাজি উৎসব কতটুকু যুক্তিযুক্ত?

টোকিওতে আতশবাজি উৎসব

Rahman Moni, Tabata Shinmachi, 2-3-5-201, Kita-ku, Tokyao 114-0012

প্যা ।রি ।স

অপরাধের উৎস

বাংলাদেশের দুর্নীতির উৎস রাজনীতির মধ্যে নিহিত। বড় বড় দুর্নীতির হোতা হয় রাজনীতিবিদ, না হয় পুলিশ অথবা আমলা

অপরাধ বলতে আমরা সাধারণত এক কথায় বুঝি দেশের প্রচলিত আইন বিরোধী কাজ। যে সমস্ত কাজ সমাজের অমঙ্গল বয়ে আনে। সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস করে। যার ফলে সমাজ হয়ে ওঠে শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষের বসবাসের অযোগ্য। আমাদের জাতীয় জীবনে অপরাধ বা সন্ত্রাস একটি মারাত্মক ব্যাধি। আমাদের বাংলাদেশ এখন অপরাধের চারণভূমি। লক্ষ্য করলে বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না যে, অপরাধ আমাদের দেশ ও জাতির রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। এখন আর দেশবাসী অপরাধকে অপরাধ হিসেবে মনে করে না। যে কারণে প্রকাশ্য দিবালোকে কোনো জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হলেও তারা সাধারণ ব্যাপার বলে মেনে নিতে অভ্যস্ত। যেহেতু জাতীয় জীবনে অপরাধ এখন আর গোপন কোনো বিষয় নয়। অপরাধপ্রবণ সমাজে বসবাস করে, অনেকেই মনে করে, অপরাধ আমাদের জাতীয় জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য। যে কারণটি অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধিরও একান্ত সহায়ক। দেশে থাকলে যতটা অনুভব করা না যায়। তার চেয়ে অনেক বেশি অনুধাবন করা যায় বাইরে কোনো সভ্য সমাজে এসে কিছুদিন বসবাস করলে। তখন দেশবাসীকে নিয়ে ভাবতে খুব কষ্ট হয়। মনের অজান্তে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করতে হয়, আমরাও তো এদেরই মত মানুষ। সত্যিকার অর্থে আমাদের দেশে অপরাধের বিস্ফোরণ ঘটেছে। যা সমগ্র জাতিকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে। তার জন্য দায়ী কে?

আমাদের দেশে রাজনীতি ও দুর্নীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি ছাড়া আর একটির আশা করা খুব কঠিন ব্যাপার। অপরাধী যদি একজন রাজনীতিবিদ হন বা কোনো নেতার আশীর্বাদপুষ্ট হন, এমনকি কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হন, তবে তার নাম অপরাধীর তালিকাভুক্ত হওয়ার কোনো নিয়ম আমাদের দেশে তেমন একটা প্রচলিত নেই। কারণ, দলটা যদি ক্ষমতাসীন হয়, তবে তাদের কথায়ই প্রশাসনকে চলতে হয়। আর যদি বিরোধী দল হয়, তবে রাজনৈতিক হয়রানির নামে আরম্ভ হয় বেহায়াদের মিটিং-মিছিল। যদিও দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধীর সহায়তাকারীও সমান অপরাধী। তথাপি তা কার্যকরী করার নজির খুবই নগণ্য। কারণ তাহলে অনেক বড় বড় রাজনৈতিক দলেরই অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাওয়ার কথা। যেহেতু প্রতিটি দলের অধিকাংশ নেতাই এই অপরাধে অপরাধী। এখানে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। আমরা সব কিছু জেনেও একজন অপরাধীকে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করি কেন? সে জন্য সাধারণ জনগণ মোটেই দায়ী নয়। কারণ, আমাদের সমাজে অপরাধীরা খুব একতাবদ্ধ। তাছাড়া তুলনামূলকভাবে অপরাধীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও সমাজে তাদের সংখ্যা মোটেই কম নয়। যে কারণে ইচ্ছা করলেই তাদের একজন প্রতিনিধিকে, একটি এলাকা থেকে নির্বাচিত করে নিতে পারে। তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ের দরকার হয় না।

Mohamed Abdul Barek Farazi
5, Place Roger Salengro, 95140, Gargesles gonesse
Paris-France

রো ।ম

মিলন মেলা

পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম দেশ সান মারিনো। ষাট বর্গ কিলোমিটার দেশটি মূলত পর্যটনের জন্য বিখ্যাত

গত ১৪ জুলাই ইটালির ফ্লোরেন্স প্রবাসী বাংলাদেশীরা আয়োজন করে বার্ষিক বনভোজন ২০০২ ইটালির মাঝে স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত দেশ সান মারিনো দেশে। সান মারিনো পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম পুরনো দেশ। ইটালির মাঝে যে কোনো শহরের চেয়ে ছোট দেশ। ইটালির রিমিনি শহর সংলগ্ন। রিমিনি থেকে সান মারিনো প্রবেশ পথে বৃহৎ গেট। গেটে লেখা আছে লা রিপাবলিকা ডি সান মারিনো শুরু হলো দেশ। পতাকা আকাশি ও সাদা আয়তন মাত্র ৬০.৫৭ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা মাত্র ২৩ হাজার। পাহাড়ের ওপর শহর সমতল থেকে আস্তে আস্তে উঠে গেছে ওপরে। মূল শহর ৬০০ মিটার ওপরে। এখানে বাসস্ট্যান্ড ও দোকানপাটসহ রাস্তাঘাট সুসজ্জিত। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে রাস্তা উঠে গেছে ওপরে। সর্বোচ্চ স্থানের উচ্চতা হচ্ছে ৭৫০ মিটার SIM স্থানকে বলা হলো মনটেটিটানো। এখানে দেখার জন্যই হাজার হাজার ট্যুরিস্ট আসে। গ্রীষ্মকালেই পর্যটকদের ভিড় বেশি হয়। এছাড়া সর্বোচ্চ স্থান গির্জা ও সুসজ্জিত স্থান দেখার জন্য টিকিটের ব্যবস্থা আছে। ওপর থেকে পাশের দেশ ও সমুদ্রকে দেখা যা সত্যিই সুন্দর মনে হবে। আমরা যেন আকাশ ও সমতলের মাঝে অবস্থান করছি।

বনভোজনে এসে উৎসবে মেতেছে ওরা

রাজাই হচ্ছে সান মারিনো দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। প্রতি ছয় মাস অন্তর রাজা পরিবর্তন হয় এটা আশ্চর্য হলেও সান মারিনোর আইন। জিনিসপত্রের দাম ইটালির চেয়ে শতকরা ২০% কম কার ট্যাক্স ফ্রি দেশ। বনভোজন হোক আর ট্যুরিস্টই হোক, বেড়ানোর ছলে জিনিসপত্র কেনার একটা ব্যাপার থাকে। আর এজন্য দোকানপাটগুলোও সুসজ্জিত ও পরিপাটি। দোকানদাররা ২/৩টি ভাষায় কথা বলতে পারেন। ব্যবহারও নমনীয়। ফ্লোরেন্স প্রবাসীরা আয়োজন করে বার্ষিক কনভোজনের। মাসখানেক আগে থেকেই আয়োজন চলে। চলে সব প্রস্তুতি। স্কুল কমিটির পরিচালনায় আয়োজিত হয়। বনভোজনকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কয়েকটি উপকমিটি করে দায়িত্ব বন্টন করা হয়।

রিয়াজুল ইসলাম মৃধা, বাংলাদেশ
সাংবাদিক সমিতি, ইটালি, রোম

টো কি ও
ঐতিহ্য সংরক্ষণ

আমরা ঐতিহ্য সংরক্ষণ করতে শিখিনি। কিন্তু জাপানিরা সমস্ত ঐতিহাসিক নিদর্শন সংরক্ষণ করে

২২ জুন ছুটির দিন হওয়ায় দু'জন জাপানি বন্ধুসহ আড্ডা দিচ্ছিলাম। রাত সাড়ে ১১টায় এক বন্ধু বলল, দেখ দেখ বাংলাদেশ দেখাচ্ছে T.B.B চ্যানেলে। আমরা দু'জন বাঙালি হওয়ায় সবার দৃষ্টি চলে গেল টেলিভিশনের দিকে। এক মনে দেখলাম পাহাড়পুরের বৌদ্ধ মন্দির। ১২০০ বছরের পুরনো স্থাপত্য হিন্দুর সঙ্গে বৌদ্ধের মিলনাত্মক যেসব নিদর্শন অযত্ন অবহেলায় নষ্ট হচ্ছে তা দেখে নিজের কাছে নিজেকে ছোট মনে হলেও, জাপানী বন্ধু মি. তাকি জাওয়ার মন্তব্যে গর্বে ভরে উঠলো মন।

মি. তাকি জাওয়া বলল, তোমাদের স্বাধীনতার বয়স ৩০ বছর হলেও যে দেশে হাজার বছরের পুরনো সভ্যতার নিদর্শন আছে তারা সত্যি সভ্যতার দাবি রাখে। আজকের বিশ্বের যারা দাদা তারা তো মাত্র দু'শ বছর আগেরও কিছু দেখাতে পারবে না। তবে তোমাদের এসব প্রচীন ঐতিহ্যের প্রতি আরো যত্নবান হতে হবে।

আমিও মি. তাকি জাওয়ার সুরে দেশবাসী তথা সরকারকে অনুরোধ করবো, আসুন আমরা অহেতুক দলীয় ভেদাভেদ ভুলে জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এমন সব কাজে আত্মনিয়োগ করি। জাপানিরা শুধুমাত্র কর্ম দিয়ে অর্থনৈতিকভাবে বিশ্ব জয় করতে পেরেছে যা শক্তি দিয়ে পারেনি। আমরা ১৩ কোটি মানুষ যদি সৎ, পরিশ্রমী হই আমরাও পারবো বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে। জাপানে দু'হাজার বছরের পুরনো একটা শিল্পীর আঁকা ছবি কত যত্ন করে সংরক্ষণ করেছে বা বিভিন্ন সভ্যতার নির্দশনগুলো সাধারণ মানুষরাও যে কত যত্নবান তার প্রমাণ পাওয়া যায় খিওতো (জাপানের প্রাচীন রাজধানী) ওনারায় গেলে।

পাহাড়পুরের বৌদ্ধ মন্দিরের নির্মাণ শৈলীতে হিন্দুদের দেবতার মিশ্রণ এবং শিল্প রুচির দিক থেকে যা ভারতের খুজবাহোর মন্দিরগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। যাকে মৌলবাদী দৃষ্টিতে দেখলে নগ্নতা, আবার শৈল্পিক দৃষ্টিতে দেখলে অসাধারণ শিল্প। যা সভ্যতার প্রমাণ বহন করে। আজ আমরা যতটা বর্বরতার দিকে যাচ্ছি, প্রাচীন যুগে আমাদের পূর্বপুরুষরা কিন্তু তা ছিলেন না। তার প্রমাণ পাহাড়পুর কুমিল্লার কোট বাড়ি, ময়নামতিসহ দেশের আনাচে-কানাচে লুপ্তপ্রায় এসব ঐতিহ্য।

বাকের মাহমুদ, টোকিও, জাপান

ডা র্ম স্টা ড
অভিনন্দন ওদের

জার্মান দল ফেভারিট ছিল না। ফাইনালে খেলবে কেউ ভাবেওনি। এজন্যই ওরা বীরের মর্যাদা পেয়েছে

শেষ হলো অঘটন, বিস্ময়, নতুন চমক, নবশক্তির জন্ম দেয়া 'কোরিয়া-জাপান ২০০২' বিশ্বকাপ। পঞ্চম বারের মতো কাপটি নিয়ে গেল সাম্বার দল ব্রাজিল। গোটা বিশ্বজুড়ে যাদের অগণিত ভক্ত। বাংলাদেশের পত্রিকা পড়ে মনে হয়েছে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ বলে কোনো দল ছিল না, মানে ব্রাজিল একাই খেলেছে। কিংবা জার্মানির খেলার মান বাংলাদেশের চেয়েও নিচে বা ফিফার রেটিংয়ে সবচেয়ে নিচে। তাই জার্মানের আরও ৩/৪ গোল খাওয়া স্বাভাবিক।

অনেকে বলেছেন, জার্মান দুর্বল গ্রুপে ছিল বলে এতোদূর আসতে পেরেছে, অনুরূপভাবে বলা চলে ব্রাজিলও ছিল দুর্বল গ্রুপে। অবশ্য বাংলাদেশের মিডিয়ার কাছে ব্রাজিল ফেভারিট হলেও পশ্চিমা মিডিয়ার কাছে ব্রাজিল ও জার্মানি ফেভারিট লিস্টে ছিল না। কারণ বাছাই পর্বে তাদের পারফর্ম। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, মিডিয়া যে দল দু'টি নিয়ে কথা বলেনি, সেই দল দু'টিই ফাইনালে খেলেছে।

জার্মান মিডিয়া এ দলটি নিয়ে তেমন মাতামাতি করেনি। দলের অধিনায়ক অলিভার কান বলেছিলেন, দলটি হয়তো খুব ভালো করবে নতুবা খুবই খারাপ। আর দলটির কোচ রুদি ফোলারের লক্ষ্য ছিল দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠা। তবে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত উঠলে তার মিশন সফল হবে।

জার্মানি রানার্সআপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বের হয়ে Frankfurt, Berlin, Munchen সহ সব বড় শহরে আনন্দোৎসব, গাড়িতে পতাকাসহ বেরিয়ে পড়ে সবাই। Frankfurt শহরে তুর্কি, জার্মান, ব্রাজিল, কোরিয়ান সমর্থকরা নিজ নিজ পাতাকা নিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে। উৎসব হয়ে ওঠে মাল্টি-কালচার উৎসব। অন্যদিকে জাপানের ইয়াকোমা শহরের শেরাটন হোটেলে জার্মানি দল যে হোটেলে ছিল সেখানে উৎসব। খেলোয়াড় এবং তাদের জীবনসঙ্গীগণ, জার্মান ফুটবল ফেডারেশন কর্মকর্তাগণ, জার্মান ভাইস চ্যান্সেলর, রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রীবর্গ, প্রথম সারির ক্লাবের কর্মকর্তা এবং জার্মানি অ্যাম্বাসি লোকজন। সারা রাত চলে পার্টি। পার্টি আকর্ষণ করার জন্য ছিল জার্মানের জনপ্রিয় ব্যান্ড PUR. আর এদিকে জাতীয় বীরদের স্বাগত জানানোর জন্য ২ জুলাই দুপুর ১২টা থেকেই Frankfurt এয়ারপোর্ট ও Frankfurt শহরের মধ্যবিন্দু রোমারে মানুষের ঢল নামে। সবাই গাইতে থাকে Es Gibt Nur Ein Rudi Voeller... আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনি হতে থাকে গানের কথা। এয়ারপোর্টে ছিল ২৫,০০০ সমর্থক। বিকাল ৪টা ৩৮ মিনিটে এয়ারপোর্টে হাজির হন Frankfurt শহরের মেয়র Petra Roth, হেসেন প্রদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী Bouffier এবং এয়ারপোর্টের প্রধান Bender. ৪টা ৪৬ মিনিটে জার্মান পতাকাবাহী Lufthansa-এয়ারলাইন্স জাতীয় দল বহনকারী বিমানটি জার্মান মাটি স্পর্শ করে। এবং বিমান থেকে প্রথম বের হলো বিশ্বকাপের সেরা গোলরক্ষক অলিভার কান, অতঃপর রুডি ফেলার, এরপর অন্যরা। তখন চারদিকে একই সঙ্গীত Es gibt cin Rudi. Voeller..... তখন জার্মানির আকাশে ৫টি পুলিশের হেলিকপ্টারে এই জাতীয় বীরদের আপ্যায়ন করা হয় ঐতিহ্যবাহী বিখ্যাত পানীয় বিয়ার দিয়ে। সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিট পর্যন্ত চলে সমর্থকদের সঙ্গে খেলোয়াড়দের উল্লাস।

মামুন
Darmstadt, Germany

মায়ের সাথে অলিভার কান

পিউআর ব্যান্ডের ভোকাল এগলার সাথে বেকেন বাওয়ার

ব্রে সি য়া

প্রবাসীর বাসা

ইটালিতে বাসা পাওয়া খুবই কঠিন। বিশেষ করে প্রবাসীদের জন্য খুবই দুর্ভোগের

১৯৮৫-৯০ সালের দিকে ইটালিতে এশীয় তথা বাংলাদেশীদের সংখ্যা খুব কম ছিলো। বাংলাদেশীদের বাসাবাড়ির সংখ্যা ছিলো হাতে গোনা কয়েকটি। কেউ কেউ তখন সরকারি ভবনের বারান্দায় বা পার্কে রাত কাটিয়েছেন। ১৯৯৬ ও ৯৮ সালে স্টে পারমিশন দেওয়ার পর রোম, মিলান, ভেনিস, নেপলসসহ ইটালির অন্যান্য শহরেও পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির লোকের পাশাপাশি বৈধ বাংলাদেশীদের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। তারপরও লোক যে হারে বেড়েছে বাসাবাড়ি সেভাবে বাড়েনি। বাড়ি ভাড়া, গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ, ধোয়ামোছার বিল মিলিয়ে একটি বাসায় খরচও প্রচুর। তাই প্রায় প্রতি বাসাতেই কিছুসংখ্যক লোক মেস করে থাকেন। যিনি একটি বাসা ভাড়া নেন তিনি খরচ পুষিয়ে নেবার জন্য বাধ্য হন বাসায় অতিরিক্ত লোক তুলতে। এদেশে পৌরসভা কর্তৃক নির্দিষ্ট করা থাকে কোন মাপের বাসায় কতজন লোক বাস করবে। অনেক সময় দেখা যায় একটি বাসায় চারজন থাকার অনুমতি আছে অথচ সেখানে থাকছে ছয়জন। স্বাভাবিকভাবেই অতিরিক্ত দুজন লোক অফিসিয়ালি ঐ বাসার ঠিকানা ব্যবহার করতে পারে না। এতে প্রায়শই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। স্টে পারমিশন নবায়ন, আইডেন্টি কার্ড বানানো ইত্যাদির জন্য অফিসিয়াল ঠিকানা অবশ্যই দরকার। এসব ক্ষেত্রে তাই অতিরিক্ত লোকদের হন্যে হয়ে অন্য কোনো বাসা বা পরিচিতজনদের খুঁজতে হয় সহায়তা পাবার জন্য। আগে দেশ থেকে ইটালিতে পরিবার আনা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিলো। নিজের বাসা না থাকলে কোনো পরিচিত জন বা বন্ধুবান্ধব যার বাসায় যায়গা আছে সে শুধু অফিসিয়ালি লিখে দিলেই হতো যে 'অমুকের পরিবার ইটালি এসে আমার আতিথ্যে থাকবে।' অবশ্য এর সঙ্গে আনুষঙ্গিক কাগজপত্র অবশ্যই দরকার হবে। নতুন সরকারের নিয়মে পরিবার আনতে হলে নিজের নামে অবশ্যই বাসা নিয়ে তার কাগজপত্র পুলিশের কাছে জমা দিতে হবে। অভিবাসীদের আগমন বৃদ্ধি, কখনও বা বর্ণবৈষম্যের প্রশ্ন, আর্থিক অসচ্ছলতা, শব্দ দূষণ সৃষ্টি করা, কখনও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রশ্ন, মসলাযুক্ত খাবারের গন্ধ, অতিরিক্ত লোক একত্রে থাকা ইত্যাদি কারণে একজন অভিবাসীর বাসা ভাড়া পেতে বেগ পেতে হয়। উল্লিখিত বাধাগুলো কাটিয়ে যে একটি বাসা নিতে পারে তাকে ভাগ্যবানই বলা চলে।

Al Mamun, Via-Montello-35, 25100 Brescia, Italy

পু সা ন

সমুদ্রের সৌন্দর্য

দক্ষিণ কোরিয়ার পুসানের সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্য যেকোনো পর্যটককে মুগ্ধ করবে। ওপারেই রয়েছে জাপান

দক্ষিণ কোরিয়ার পুসানের সমুদ্র সৈকত সত্যিই দেখার মতো। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করানো যাবে না যে এটা কতো সুন্দর। প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক আসে এই সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য। এই সমুদ্রই জাপান এবং কোরিয়াকে পৃথক করেছে। এর অপর দিকে জাপান। এখান থেকে অনেক লোক সমুদ্র পাড়ি দিয়ে জাপান যায়। আর হ্যাঁ, দক্ষিণ কোরিয়ার এই সমুদ্র সৈকতের আশপাশে রয়েছে শত শত বড় হোটেল। কিন্তু তা থাকা সত্ত্বেও পর্যটকরা অনেক সময় সিট পায় না। ঠিক তেমনি আমিও সিট পাই না। সারা রাত সমুদ্রের পাশে বসে রাত কাটিয়ে প্রচুর আনন্দ পেয়েছি। রাতে দেখলাম সমুদ্রের মাঝখানে জাহাজ থেকে যেসব পটকা মারছে তা অনেক উঁচুতে উঠে তারার মতো নিচের দিকে পড়ছে এবং সমুদ্রে এসে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এটা তৈরি করতে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে। আর এখানকার দিনের বেলার সৌন্দর্য দেখে সত্যিই মনে হয় চিরকাল এখানেই থেকে যাই। এখানকার পরিবেশ মুগ্ধ করে।

Anowar Karim, 445-2 Mojeonri, Pocheon Gun, Kyung Kido, SouthKorea

পুসানে সমুদ্র সৈকতে উল্লাসে মেতেছে অনেকেই

কু য়ে ত

অপসারণ ট্র্যাজেডি

সদ্য অপসারিত রাষ্ট্রপতি একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে দেশের প্রতিটি নাগরিক জানে একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক হিসেবে, একজন প্রথিতযশা ও দক্ষ রাজনীতিক হিসেবে, আর্ত-মানবতার সেবায় নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে। ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তার সততা প্রশ্নাতীত। সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি ছিলেন বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব এবং মন্ত্রী। বিএনপিকে রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠার পেছনে তার অবদান অস্বীকার করার কেউ নেই। বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। গত অক্টোবর ২০০১-এর সাধারণ নির্বাচনের পর বিএনপি জোট সরকার কর্তৃক তিনি রাষ্ট্রপতি মনোনীত হন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন ও পেশাদারিত্বের অধিকারী চৌকস এ ব্যক্তিত্বকে অত্যন্ত অপমানজনকভাবে রাষ্ট্রের শীর্ষপদ থেকে অব্যাহতি নিতে হলো যা জাতির জন্য কলঙ্ক। দলমত নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি সচেতন মানুষের বিবেককে নাড়া দিয়েছে এ অব্যাহতি।

Md. Belal Uddin, Post Box-13207, 71953 kaifan. Kuwait

সি ঙ্গা পু র

হায়রে ইমিগ্রেশন!

আমাদের দেশের এয়ারপোর্টগুলোতে কাস্টমস মানেই হলো হয়রানি। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কি!

দেশ থেকে যখন ঘুরে আসি সকলের একটি প্রশ্ন 'দেশের খবর কি ভাই?' বাধ্য হয়ে বলতে হয় ভালো! আসলে কি ভালো? আশা করেছিলাম সরকার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দেশেরও কিছুটা পরিবর্তন হবে। কিন্তু কিছুই হয়নি। বরং দুর্নীতি আর কর্তব্য অবহেলার পরিমাণ বেড়ে গেছে। সিঙ্গাপুর হতে সরাসরি চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পড়তে হলো দুর্নীতির বেড়াজালে। আমার কাছে একটা ভিসিডি সেট ছিলো, যার কাস্টম দাবি করা হলো চার হাজার টাকা। টাকা পরিশোধ করতে চাইলে এক সিকিউরিটি বলে দিলো আমাকে কিছু দিয়ে চলে যান। কাস্টমসের প্রয়োজন নেই। পকেটে ভাংতি ৩০ ডলার ছিলো তা পেয়ে আমাকে ছেড়ে দিল। জানতে পারলাম সামান্য টাকা পেলে অনেক কাস্টমের মালামালও ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। দেশ হতে ফিরে আসার দিন ঘটল অন্য ঘটনা। আমার এক বন্ধুকে ইমিগ্রেশন অফিসার বলে বসল আপনি কি ইন্ডিয়ান নাগরিক? উত্তরে আমার বন্ধু বলল আমার পাসপোর্টের রং কি লাল দেখাচ্ছে। আমাকে বলল আপনার পাসপোর্টে ভিসা নেই। আমি বের করে দেখালাম ভিসা সংবলিত ওয়ার্ক পারমিট, তাতেও সে সন্তুষ্ট হলো না। এক পর্যায়ে বলে বসল আমাকে যেতে দেওয়া হবে না। অনেক উৎসুক পুলিশ ও কিছু কর্মচারী আমার চারপাশে ঘুরছে। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় তাদের কিছু দিলে পার করে দিতে পারবে। প্রায় এক ঘন্টা পর আমাকে ইমিগ্রেশন অতিক্রম করতে দেয়া হলো। হায় আমার বাংলাদেশ! পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরেছি, কোথাও এ রকম ইমিগ্রেশন নিয়ম-কানুন চোখে পড়েনি।

Shafiq, Blk-302 #04-27,

টো কি ও

নিয়মানুবর্তিতা

জাপানিরা একটি নিয়মের আবর্তে ঘেরা জাতি। সব কিছুতে তারা একটি সিস্টেম মেনে চলে

সুষ্ঠু, সাবলীল, সুন্দর জাতি গড়ার জন্য রাষ্ট্র পরিচালকদেরকেই অত্যাধুনিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়, তার স্বাক্ষর বহন করছে আজকের জাপান। জাপানের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাঠ, জিমনেসিয়াম, সুইমিং পুল এবং অত্যাধুনিক সব শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে গঠিত হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই শারীরিক চর্চা বাধ্যতামূলক। গ্রীষ্মের প্রখর রোদের মধ্যেও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ের মাঠে বাধ্যতামূলকভাবে শারীরিক চর্চা করে। এছাড়া দীর্ঘকালীন গ্রীষ্মের (৪০ দিন) ছুটির দিনের প্রথম ২ সপ্তাহ সকাল ৬.৩০ মি. মিউজিকের তালে তালে ব্যায়াম করার জন্য স্কুল থেকে পোস্টার, হ্যান্ডবিল প্রচার করা হয়। এবং নির্দিষ্ট সময়ে সংকেত বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের মাঠে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দ মিলিত হন এবং মিউজিকের সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়াম করে থাকেন। অংশগ্রহণকারীরা পূর্ব থেকেই পিতা-মাতা সমিতি ও স্কুল কর্তৃপক্ষ থেকে কার্ড সংগ্রহ করে থাকে। প্রতিদিন ব্যায়াম শেষে হাজিরার স্টাম্প মেরে নিয়ে যেতে হয়। ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির ওপর ভিত্তি করে নম্বর দেওয়া হয়। আর অংশগ্রহণকারী অভিভাবকদের পুরস্কার ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য নিয়মানুবর্তী, সুষ্ঠু, সাবলীল নাগরিক গড়ে তোলার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা। এরই সূত্র ধরে বড় বড় কোম্পানি কনস্ট্রাকশন ফার্মে কাজ শুরু হওয়ার আগে ধর্মীয় বাণী এবং শ্রমিক ও কোম্পানির বিভিন্ন নিয়মাবলী পড়ে শোনার পর মিউজিকের তালে তালে ১০ মিনিট শারীরিক ব্যায়াম করে থাকে।

গ্রীষ্মের ছুটিতে অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীরা ব্যায়াম করছে

রাঃ নীলিমা, টোকিও , জাপান